**‘সশস্ত্র বাহিনী দিবস ২০১৪’ উপলক্ষে আয়োজিত**

**খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা/উত্তরাধিকারীদের সংবর্ধনা**

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

**শেখ হাসিনা**

সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা, শুক্রবার, ৭ অগ্রহায়ণ ১৪২১, ২১ নভেম্বর ২০১৪

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সহকর্মীবৃন্দ,

সম্মানিত বীরশ্রেষ্ঠগণের উত্তরাধিকারীগণ,

খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের উত্তরাধিকারীগণ,

সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনী প্রধানগণ,

সুধিবৃন্দ।

আসসালামু আলাইকুম।

মহান সশস্ত্র বাহিনী দিবস উপলক্ষে আজকের এ অনুষ্ঠানে সবাইকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহবানে সাড়া দিয়ে আজকের এদিনে আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর অকুতোভয় সদস্যগণ এবং বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণ সম্মিলিতভাবে দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সমন্বিত আক্রমনের সূচনা করেন। যার ফলশ্রুতিতে আমরা অর্জন করি স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ।

আমি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ জাতীয় চার নেতার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। মুক্তিযুদ্ধে শাহাদতবরণকারী সকল বীর শহীদদের প্রতি জানাই গভীর শ্রদ্ধা। মহান আল্লাহ দরবারে তাঁদের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি।

আমি শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের পরিবারের সদস্য এবং যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি আন্তরিক সহমর্মিতা জানাচ্ছি।

সশস্ত্র বাহিনী দিবস উপলক্ষে যেসব খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা এবং তাঁদের উত্তরাধিকারীগণ এখানে উপস্থিত আছেন তাঁদের প্রতি রইল আমার বিনীত শ্রদ্ধা।

উপস্থিত সুধিমন্ডলী,

মহান মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশের ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ ঘটনা। ১৯৭১ সালে বঙ্গবন্ধুর আহবানে সাড়া দিয়ে আমাদের বীর মুক্তিযোদ্ধারা জীবন বাজী রেখে যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেছিলেন। পৃথিবীর মানচিত্রে আমরা পেয়েছি স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ, পেয়েছি লাল-সবুজের পতাকা।

বাঙালি জাতির অন্তরে মুক্তিযোদ্ধাদের এই অবদান চিরভাস্বর হয়ে থাকবে। সমগ্র জাতি আজ মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মত্যাগ ও বীরত্বপূর্ণ ভূমিকার জন্য গর্বিত। এজন্য মুক্তিযুদ্ধের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস ও ঐতিহ্য সংরক্ষণের ব্যাপারে আমাদের সরকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

জাতির বীর সন্তান মুক্তিযোদ্ধাদের সঠিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে এবং তাঁদের অবদানের সর্বোচ্চ স্বীকৃতি দিতে আমরা নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছি। মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের উত্তরাধিকারীদের জন্য বর্তমান সরকার ইতোমধ্যে অনেক সুযোগ-সুবিধার বাস্তবায়ন করেছে। আরও অনেক প্রস্তাব ও প্রকল্প আমাদের সক্রিয় বিবেচনাধীন আছে। মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে আমার সরকার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তা সংক্ষেপে তুলে ধরছি:

ক। মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ অবদানের জন্য ৬৭৬ জন খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধার ভাতা বীরশ্রেষ্ঠদের জন্য ১২ হাজার টাকা, বীর উত্তমদের জন্য ১০ হাজার টাকা, বীর বিক্রমদের জন্য ৮ হাজার এবং বীর প্রতীকদের জন্য ৬ হাজার টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। এই বর্ধিত ভাতা ২০১৩ সালের জুলাই থেকে কার্যকর হয়েছে।

খ। সাধারণ মুক্তিযোদ্ধাদের মাসিক সম্মানী ভাতার পরিমাণ ৯০০ টাকা থেকে চার দফা বৃদ্ধি করে বর্তমানে ৫ হাজার টাকায় উন্নীত করা হয়েছে।

গ। ১লা নভেম্বর ২০১৩ হতে যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের মাসিক ভাতার পরিমাণ সর্বনিম্ন ৯ হাজার ৭০০ টাকা হতে সর্বোচ্চ ৩০ হাজার টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। সশস্ত্র বাহিনীর যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের রাষ্ট্রীয় সম্মানী ভাতার আওতায় আনার কার্যক্রম বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন আছে।

ঘ। সরকারি চাকুরির ক্ষেত্রে মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ মুক্তিযোদ্ধা সন্তানদের জন্য শতকরা ৩০ ভাগ এবং বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির ক্ষেত্রে শতকরা ৫ ভাগ কোটা সংরক্ষণের জন্য সরকারি নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধা কর্মকর্তা- কর্মচারিদের চাকরি হতে অবসর গ্রহণের বয়সসীমা বৃদ্ধি করে ৬০ বছর করা হয়েছে।

মুক্তিযোদ্ধাদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আমাদের সরকার আরও কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। যার উল্লেখযোগ্য কয়েকটি আপনাদের সামনে তুলে ধরছি:

ক। বীর মুক্তিযোদ্ধাদের পুনর্বাসনের জন্য মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে প্রায় ২২৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ‘ভূমিহীন অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বাসস্থান নির্মাণ’ নামে একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পটিতে ২ হাজার ৯৭১ জন সদস্যের জন্য বাসস্থান নির্মাণ করা হবে। ২০১৫ সালের মধ্যে এ প্রকল্পের কাজ শেষ হবে। ইতোমধ্যে ২১৫টি বাসস্থান নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে এবং ৬৮৬টি বাসস্থান নির্মাণ কাজ চলছে।

খ। ঢাকার মোহাম্মদপুরে গজনবী সড়কে শহীদ যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য ৬২ কোটি ৯০ লাখ টাকা ব্যয়ে ১৫-তলা বিশিষ্ট একটি আবাসিক-কাম-বাণিজ্যিক ভবনের নির্মাণ কাজ গত জুন মাসে শেষ হয়েছে।

গ। মুক্তিযুদ্ধের গৌরবময় ইতিহাসকে সংরক্ষণের জন্য ঢাকার আগারগাঁওয়ে ১০০ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি স্থায়ী মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর নির্মাণ করা হয়েছে।

ঘ। সকল জেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় ৬৪টি জেলায় ৬৪টি ভবন নির্মাণ করা হবে। ইতোমধ্যে ১৮টি জেলায় ভবনের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং হস্তান্তর করা হয়েছে। এছাড়া ২৫টি ভবনের নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। অবশিষ্ট ২১টি ভবন নির্মাণ অতি শীঘ্রই শুরু হবে।

ঙ। ১ হাজার ৭৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪২২টি উপজেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণের কাজ গত বছরের জুলাই হতে শুরু হয়েছে। এই প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে ১০টি মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। বাকীগুলোর কাজ চলছে।

চ। মুক্তিযোদ্ধাদের মেধাবী সন্তান ও তাঁদের পরবর্তী প্রজন্মের সহায়তার জন্য প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে ‘‘বঙ্গবন্ধু ছাত্র বৃত্তি’’ চালু করা হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয় এবং মেডিকেল কলেজে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীদের ২০১৩ সালের নভেম্বর মাস হতে ৬০০ জনকে এ বৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া মুক্তিযুদ্ধের উপর দেশের অভ্যন্তরে ‘পিএইচডি’ করার জন্য প্রতি বছর বৃত্তি প্রদান করা হবে।

উপস্থিত সুধী,

বহির্বিশ্বের যে সকল বরেণ্য রাষ্ট্রনায়ক, রাজনীতিবিদ, দার্শনিক, শিল্পী-সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, বিশিষ্ট নাগরিক এবং সংগঠন বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে অবদান রেখেছেন তাঁদেরকে আমরা সম্মাননা প্রদানের ব্যবস্থা করেছি।

এরই অংশ হিসেবে ২০১১ সালের ২৫ জুলাই প্রথমবারের মত ভারতের প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দ্রিরা গান্ধীকে ‘বাংলাদেশ স্বাধীনতা সম্মাননা’ প্রদান করা হয়। এছাড়া ১৫ জন বরেণ্য ব্যক্তিকে ‘বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ সম্মাননা’ এবং ৩১২ জন ব্যক্তি ও ১০টি সংগঠনকে ‘মুক্তিযুদ্ধ মৈত্রী সম্মাননা’ প্রদান করা হয়েছে।

জাতির পিতা ১৯৭২ সালে যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের কল্যাণের জন্য বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট গঠন করেছিলেন। প্রতিষ্ঠাকালে বঙ্গবন্ধু ৩২টি শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের কাছে হস্তান্তর করেন।

কিন্তু ৭৫ পরবর্তী সরকারগুলোর মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী আচরণের কারণে এই ট্রাস্ট রুগ্ন হয়ে পড়ে। আমরা সরকার পরিচালনার দায়িত্ব নেওয়ার পর বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার উদ্যোগ নিয়েছি।

সশস্ত্র বাহিনী, বিজিবি ও বাংলাদেশ পুলিশ তাদের স্ব স্ব বাহিনীর মুক্তিযোদ্ধা এবং তাঁদের উত্তরাধিকারীদের কল্যাণে সাধ্যমত সহায়তা প্রদান করে যাচ্ছে ও আনুষ্ঠানিকভাবে বিভিন্ন দিবসে তাঁদের সংবর্ধনা এবং নানাবিধ সম্মাননা প্রদান করছে।

উপস্থিত সুধিমন্ডলী,

আপনারা জানেন, জাতির পিতার লক্ষ্য ছিল একটি দক্ষ ও চৌকষ সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলা। এরই ধারাবাহিকতায় বর্তমান সরকারের সময়ে সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের জন্য যুদ্ধকালীন ও শান্তিকালীন সময়ে বীরত্বপূর্ণ কর্মকান্ডের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০১৩-১৪ অর্থবছর থেকে যুদ্ধকালীন ও শান্তিকালীন পদক প্রচলন করা হয়েছে।

আজ শান্তিকালীন পদকপ্রাপ্ত সশস্ত্র বাহিনীর ৩০ জন কর্মকর্তা, জেসিও এবং অন্যান্য পদবীর সদস্যদের পদকে ভূষিত করা হয়েছে। পদকপ্রাপ্ত সকল কর্মকর্তা ও অন্যান্য পদবীর সদস্যদের জন্য রইল আমার আন্তরিক অভিনন্দন।

শুধু দেশেই নয়, বহির্বিশ্বেও আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা সততা, নিষ্ঠা ও দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করে যাবে- এ আমার বিশ্বাস।

আজকের এই সুন্দর সকালে বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের উত্তরাধিকারীদের মাঝে আসার সুযোগ পেয়ে আমি আনন্দিত। আমাদের বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং তাঁদের উত্তরাধিকারীদের কল্যাণের জন্য যা কিছু প্রয়োজন তা আমি করব, ইনশাআল্লাহ।

আমি সকল মুক্তিযোদ্ধা এবং তাঁদের পরিবারবর্গসহ সমগ্র দেশবাসীর সুখ, শান্তি এবং সার্বিক মঙ্গল কামনা করছি। মহান আল্লাহতায়ালা আমাদের সকলের সহায় হোন।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...